দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... JUN. 13 1999
পৃষ্ঠা ২১ কলাম ৬

103

# কুড়িগ্রামে শিক্ষার বেহাল অবস্থা ॥

# শিক্ষকরা প্রাইভেট টিউশনিতে ব্যস্ত

কুড়িগ্রাম সংবাদদাতা ॥ জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা ব্যবস্থা একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। শিক্ষার মান একেবারে নিম্ন পর্যায়ে চলিয়া গিয়াছে। ইহার মূলে রহিয়াছে প্রাইভেট টিউশনি এবং ব্যাঙের ছাতার মত গজাইয়া উঠা কোচিং সেন্টারগুলি।

অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে, জেলার সর্বত্র প্রাইভেট টিউশনি এবং কোচিং সেন্টারের হিড়িক পড়িয়াছে। এই ব্যবসা এখন শিক্ষকদের জন্য খুবই লাভজনক এবং জমজমাট ব্যবসা। কয়েক বছর পূর্বেও শিক্ষকেরা এই ব্যবসায় জড়িত ছিলেন না। বর্তমানে অধিকাংশ শিক্ষকই অধিক অর্থ উপার্জনের জন্য এই দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন।

জানা গিয়াছে শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ তাহাদের নিজ নিজ বাড়ীতে অথবা ভাড়া বাড়ীতে গ্রুপ করিয়া টিউশনি করিতেছেন। এমনকি নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শ্রেণীকক্ষে, লাইব্রেরী ও ল্যাবরেটরীতে ছাত্র ছাত্রীদিগকে প্রাইভেট পড়াইয়া প্রতি মাসে ১৫ হইতে ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত আয় করিতেছেন। পাড়ায় পাড়ায় কিছু শিক্ষিত যুবক সমন্বয়ে কিছু শিক্ষক-শিক্ষিকা নানা প্রকার আকর্ষণীয় নামে বড় বড় সাইনবোর্ড ঝুলাইয়া খুলিয়া বসিয়াছেন কোচিং সেন্টার। পরীক্ষায় অধিক নম্বরের গ্যারান্টি লইয়া বিত্তবান পরিবারের ছাত্র-ছাত্রীরা পরম আনন্দে প্রাইভেট টিউশনি এবং ঐ সকল কোচিং সেন্টারে লেখা-পড়া করিতেছে। পক্ষান্তরে, দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীরা শ্রেণীকক্ষের পাঠদানের উপর নির্ভরশীল হইয়া লেখাপড়া করিতেছে। তাহাদের কপালে ঐ সকল কোচিংয়ের পড়াশুনা জুটিতেছে না। অথচ শিক্ষক-শিক্ষিকারা সকাল হইতে অনেক রাত্রি পর্যন্ত প্রাইভেট টিউশনি ও কোচিং সেন্টারের চিন্তায় বিভোর। ইহার ফলে এক শ্রেণীর শিক্ষক-শিক্ষিকা স্কুল-কলেজের শ্রেণীকক্ষে পাঠদানে মনোনিবেশ করিতে পারিতেছেন না। পাঠদানে অনীহা ও ছাত্র-ছাত্রীদের অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজ-খবর না লইবার কারণে বিশেষ করিয়া গরীব মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা হতাশায় ভুগিতেছে। এদিকে শিক্ষক-শিক্ষিকার একটি অংশ পরীক্ষায় ফেল কিংবা প্রাকটিক্যাল পরীক্ষায় নম্বর কম দেওয়া হইবে বলিয়া প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভয়-ভীতি দেখাইয়া ছাত্র-ছাত্রীগণকে প্রাইভেট পড়িতে বাধ্য করা হইতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

এই ব্যাপারে কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলিয়া জানা গিয়াছে যে, তাহাদের কোর্সে এই ব্যাপারটি অত্যন্ত বেশী। কেননা, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের হাতে থাকে মোট নম্বরের অর্ধেক নম্বর। তাহাদের নিকট প্রাইভেট পড়িলে বেশী নম্বর পাওয়া যায়। শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ তাহাদের প্রতি ব্যাচে ও কোচিং সেন্টারের প্রতিটি ব্যাচে ১৫ হইতে ২৫ জন ছাত্র-ছাত্রী পড়াইয়া প্রতিমাসে কমপক্ষে ১৫ হইতে ২৫ হাজার টাকা আয় করিতেছেন। প্রাথমিক স্কুল হইতে কলেজ পর্যায় পর্যন্ত প্রাইভেট পড়িতে পড়িতে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রাইভেট ও কোচিং সেন্টারের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছে। ইহার ফলে স্কুল-কলেজগুলিতে সামগ্রিক শিক্ষার মান আশংকাজনক হারে নিম্ন পর্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের মধ্যে প্রাইভেট টিউশনির প্রবণতা রোধে ও কোচিং সেন্টারগুলির জম-জমাট ব্যবসা রোধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হইলে দিনের পর দিন শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বিপর্যয় সৃষ্টি হইতে পারে। সেইসঙ্গে জাতীয় পর্যায়ে মেধা বিকাশে এই ব্যবস্থা বিরাট অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইতে পারে বলিয়া অনেক অভিজ্ঞ ব্যক্তি অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন।